CBCS B.A. HONS - POLITICAL SCIENCE

SEM-VI -CC-14T: Indian Political Thought-II
TOPIC– V. Gandhi: Swaraj
গান্ধী :স্বরাজ

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

ভূমিকা

গান্ধীজীর গণতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনাকালে স্বরাজ সম্পর্কে তাঁর ধারণার উল্লেখ এক গুরুতপূর্ণ পর্যায়। তাঁর সমগ্র রাষ্ট্রচিন্তায় এর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে । কারণ তিনি যেমন রাষ্ট্র, গণতন্ত্র প্রভৃতি ধারণাগুলিকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছেন ঠিক তেমনি স্বরাজ ধারণাটিকেও করেছেন। তাঁর স্বরাজ ধারণাটিকে অনেকে ইংরেজি "freedom" এর সমার্থক বলে মনে করেন। যদিও দুটির মধ্যে লক্ষ্যগত সাদৃশ্য আছে, তবুও বৈসাদৃশ্যকে নস্যাৎ করে দেওয়ার উপায় নেই। স্বরাজ শব্দটি ভারতীয় ভাষা হিন্দি থেকে গৃহীত। আবার প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রচিন্তা আলোচনাকালে দেখা যায় যে প্রাচীন ভারতে কোথাও কোথাও স্বরাজ্য ছিল যাকে আজকালকার ভাষায় প্রজাতন্ত্র বলতে পারি। স্বরাজ, স্বরাজ্য ও স্বাধীনতা তিনটি শব্দই তাঁর নিকট বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। তিনটিতেই রয়েছে "স্ব" যার অর্থ হল নিজের অথবা নিজস্ব।

হিন্দ স্বরাজ বইতে তিনি বলেছেন যে স্বরাজ হল স্বশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণ। গান্ধী ইংরেজ শাসকের নিকট যে স্বরাজের দাবি করেছিলেন তার অর্থ ছিল ইংরেজ শাসককে এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং ভারতবাসী নিজেদের শাসনভার গ্রহণ করবে। অর্থাৎ স্বরাজ মানে স্বায়ত্তশাসন। হিন্দ স্বরাজ-এর এক জায়গায় তিনি বলেছেন যে কে শাসন করছে তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বড়ো বিষয় হল যে শাসন করছে সে কার কথায় বা নির্দেশে শাসন করছে তা দেখা বিশেষ প্রয়োজন। অর্থাৎ ইংরেজরা যদি এ দেশের শাসনতন্ত্রে থাকতে চায় থাকুক। কিন্তু ওই শাসককে ভারতবাসীদের কথায় শাসন করতে হবে। ইংরেজদের কথায় ভারতীয়রা চলবে না, ভারতীয়দের কথায় ইংরেজদের চলতে হবে। এখানে গান্ধীর স্বরাজ সম্পর্কে ধারণার সত্যিকারের অর্থ নিহিত।

আমরা প্রায়ই স্বাধীনতা (freedom) শব্দটি ব্যবহার করি। কিন্তু গান্ধীর স্বরাজ ও ইংরেজি freedorn যার বাংলা তর্জমা স্বাধীনতা এক নয়। স্বাধীনতা হল বাহ্যিক বিষয় তিনি মনে করতেন। বাক্-স্বাধীনতা, চলাফেরা করার স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা যা বহু আলোচিত। একটি রাষ্ট্রের নাগরিকগণ বিদেশি শাসনে থেকেও এই সমস্ত স্বাধীনতার কিছু কিছু ভোগ করতে পারে। যেমন ব্রিটিশ ভারতের জনগণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করত। কিন্তু তাদের স্বরাজ ছিল না অর্থাৎ তারা স্বশাসিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। তাঁর মতে স্বরাজ হল সবকিছু বিচার-বিবেচনা করে ব্যক্তি নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে। অন্যের সিদ্ধান্ত আমার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে কিনা সে সিদ্ধান্ত আমি নেব এবং নেওয়ার আগে আমি আমার বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করব। অন্যের যুক্তি গ্রহণযোয্য হলে অবশ্যই নেব। নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করা বা সিদ্ধান্ত নেওয়া

সবকিছু নির্ভর করে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধিকে ওপর। এই আত্মোপলব্ধি ব্যতীত ব্যক্তির জ্ঞানোদয় হয় না। সুতরাং স্বরাজ ধারণাকে আত্মোপলব্ধিকে থেকে আলাদা করে বিচার করার অবকাশ নেই। স্বরাজকে তিনি আবার যুক্তিহীন ক্ষতিকর বন্ধন থেকে মুক্তি বলে ভাবতেন। ব্যক্তি বিবেকের দ্বারা শাসিত। আবার এই বিবেক তার আত্মোপলব্ধিকে সাহায্য করবে, সংকীর্ণত-কুটিলতা থেকে মুক্তি দেবে ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের ঘটক হিসেবে কাজ করবে।

স্বরাজের বৈশিষ্ট্য :

স্বরাজের বৈশিষ্ট্যে ব্যপারে গান্ধীজী কোথাও প্রণালীবদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করে যাননি। হিন্দ স্বরাজ, হরিজন পত্রিকা প্রভৃতি স্থানে নানা প্রসঙ্গে তিনি এ সম্পর্কে যে বিক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন সেগুলি থেকে বৈশিষ্ট্যগুলি মূল্যায়ন করা হয়েছে।

এক, স্বরাজ ব্যক্তিকে পশুশক্তি থেকে শুভশক্তিতে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করে। অথবা বলা যেতে পারে যে পশুশক্তিকে পরাভূত করে শুভশক্তি জাগিয়ে তো লার জন্য প্রয়োজন। কিন্তু এই রূপান্তরের জন্য দরকার আত্মশক্তির পর্যাপ্ত বিকাশ। কারণ আত্মশক্তি না জেগে উঠলে মানুষ পশুশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে হিংসা ও দ্বেষের বশীভূত হয়ে পড়বে। তবে আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তুলে পশুশক্তিকে পরাজিত করা খুব সহজ কাজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন 'সাধনা, মনোবল এবং দরকার হলে সত্যাগ্রহ ইত্যাদির ব্যবহার করতে হবে। ব্যক্তি মনের দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে যাবে এবং কর্তব পালনে নিশ্চল থাকবে। সুতরাং গান্ধী স্বরাজ বলতে কেবল রাজনীতিক স্বাধীনতার কথা বোঝাতে চাননি।

দুই, তাঁর নিকট স্বরাজ গোষ্ঠী বিশেষ বা শ্রেণিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, একে সমাজের সকল স্তরের মধ্যে সম্প্রসারিত করার কথা বলতেন। সুতরাং স্বরাজ যেমন আত্মশক্তির বিকাশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পূর্ব শর্ত ঠিক তেমনি এই আত্মশক্তির বিকাশ সবার মধ্যে ঘটবে। অর্থাৎ স্বরাজ ও সর্বোদয় প্রায় একই অর্থ বহন করে। যে স্বরাজ সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মুক্তি নিশ্চিত করে তাকে তিনি প্রকৃত স্বরাজ মনে করেননি। এই সর্বোদয়কে আমরা rise of all and development of all. সকলের উত্থান বা বিকাশ হল সর্বোদয়। কিন্তু বিকাশ হবে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক। কোনো সমাজ যদি মনে করে যে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিকাশ হবে রাষ্ট্রের লক্ষ্য তাহলে তিনি সেই সমাজ স্বরাজ অর্জন করেছে বলে মনে করবেন না। এখানেই পরম্পরাগত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও উদারনীতিবাদীদের সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য। কে বিজ্ঞ এবং কে অবিজ্ঞ সে প্রশ্নে তিনি প্রবেশে বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিলেন না। সমাজের সকলেরই অধিকার আছে বিকাশের লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার, আত্মশক্তি জাগিয়ে তুলে পশুশক্তিকে পরাজিত করে শুভশক্তির জয়ের নিশানা ওড়ানোর। সেই অর্থে তিনি স্বরাজকে সর্বোদয় বলে মনে ধারণাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমৃত্যু লড়াই করে গেছেন।

স্বরাজ ও গণতন্ত্র এই দুটি ধারণাকে তিনি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করতেন না। কারণ সত্যিকারের গণতন্ত্রে স্বরাজ পাওয়া সম্ভব বলে মনে করা হয়। গণতন্ত্রে সকলের সামনে সমস্ত সূযোগ তুলে ধরা। ব্যক্তি যেমন বিকাশের সুযোগ পাবে তেমনি সমস্ত বিষয়ে নিজের মতামত। সবার সামনে তুলে ধরতে পারবে। প্রকৃত গণতন্ত্রে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সমস্ত প্রকার কাজকর্মে অংশগ্রহণের অধিকার ও সুযোগ ভোগ করবে। এছাড়া অন্য যে-কোনো বিষয়ে নাগরিককে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। সেই কারণে তিনি গ্রাম স্বরাজ বা গ্রাম প্রজাতন্ত্র স্থাপনের কথা ভেবেছিলেন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া এই লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়া কোনোভাবে সম্ভব নয়।

চার, স্বরাজ অর্জন ও রক্ষা করার দায়িত্ব ব্যক্তির। আত্মশক্তি জাগিয়ে তোলা বা আত্মোপলব্ধির কথার সাথে স্বরাজ ধারণার ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দও এ দুটির ওপর বিশেষ জোর দিতেন। কারণ এদের উন্মেষ মানে ব্যক্তি বুঝতে পারবে যে স্বরাজের প্রয়োজনীয়তা আছে। রামমোহন নানা বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে বাংলায় যে নবজাগরণের গোড়াপত্তন করেছিলেন এবং যার বিকাশ রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের নেতৃত্বে ঘটেছিল সেই নবজাগরণের মূলবাণী ছিল আত্মশক্তির বিকাশ বা আত্মোপলব্ধি ঘটানো। গান্ধী সেই নবজাগরণের ধারাকে অস্বীকার তো করেননি বরং সম্প্রসারিত করে তোলার কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই ধারণা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিকে সামাজিক ঘটনাবলির মুখ্য ঘটকে পরিণত করেছিল। তাই তিনি মনে করতেন যে স্বরাজ একবার অর্জন করা যেমন কষ্টসাধ্য কাজ ততোধিক কষ্টসাধ্য কাজ হল তাকে সুরক্ষিত করা। তাঁর মতে এই কাজ ব্যক্তিকে করতেই হবে। তার সক্রিয় উদ্যোগ, সচেতনতা, কর্মতৎপরতা ব্যতিরেকে স্বরাজ সুরক্ষিত হতে পারে না। এই ধারণা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্য বইতে দেখা যায় : Eternal vigilance in the price for liberty. স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে ব্যক্তিকে সদা সতর্ক থাকতে হবে। আত্মোপলব্ধি ঘটেনি সচেতনতার বিকাশ হয়নি ও শুভশক্তি জাগেনি বলেই ভারত বারংবার বিদেশি শক্তির অধীনে এসেছে এবং ইংরেজরা এতকাল আমাদের দেশে আসন তৈরি করে রেখেছে। সুতরাং বিদেশি শক্তিকে পরাভূত করে স্বরাজ আনতে হলে প্রয়োজন চিরন্তন জাগরুক অবস্থা।

পাঁচ, গান্ধীর স্বরাজ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তাঁর মতে সমাজে ব্যক্তি হল শেষ কথা। তার কল্যাণ, তার সিদ্ধান্ত এবং তার মত সর্বত্রই প্রাধান্য পাবে। ব্যক্তিকে উপেক্ষা করে সমাজ গঠন ও নীতি নির্ধারণ কোনোটাই সম্ভব নয়। আর একটু ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় ব্যক্তি হল রাষ্ট্রশক্তির একমাত্র উৎস। তাঁর সার্বভৌমতা তত্ত্ব বিশ্লেষণকালে তিনি পাশ্চাত্যের সার্বভৌমতার ধারণাকে হিংসার জন্মদাতা বলে বর্জন করেছেন। কিন্তু যেভাবে তিনি ব্যক্তিকে পাদপ্রদীপের আলোয় এনেছেন তাতে একটি বিষয় স্পষ্ট যে তিনি লোকায়ত সার্বভৌমতার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। স্বরাজ বিষয়ে যখন তিনি তাঁর চিন্তাধারাকে শানিত করছিলেন তখন তার সমগ্র মনোজগতে ব্যক্তি সমগ্র স্থান অধিকার করেছিল। এই দৃষ্টিকোণ তিনি রুশোর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করতেন। রুশোর রাষ্ট্রচিন্তার সবচেয়ে বড়ো বৈপরীত্য বা অসংগতি হল তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য পুরসমাজ গঠনের কথা বললেন শেষ পর্যন্ত গণঅভীপ্সা (general will) তত্ত্বটি প্রচার করে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে পেছনের আসনে ঠেলে দিয়েছেন। গান্ধী আরও বলেছেন যে

স্বরাজ একটি জনগোষ্ঠীর সার্বিক বিষয়। প্রত্যেকের স্বরাজকে একত্রিত করলে তবে একটি সমগ্র জনগোষ্ঠীর স্বরাজ অর্জিত হয়েছে বলে মনে করা হবে। অর্থাৎ একটি জনগোষ্ঠীর স্বরাজ প্রত্যেরে স্বরাজকে নিয়ে গঠিত।

হিন্দ স্বরাজ-এর উপসংহার অংশে তিনি স্বরাজ সম্পর্কে বলেছেন যে ইংরেজরা জাতি হিসেবে মহাশক্তিধর হতে পারে কিন্তু তার সামরিক বা নৌশক্তি অন্য এক জাতিকে পরাধীন করে রাখতে পারে না। কারণ যে জাতির এই সামরিক বা নৌবল নেই সেই জাতি পরাধীন হয়ে থাকবে না, স্বরাজ পাওয়ার তার পূর্ণ অধিকার আছে এবং মহাশক্তিধর জাতিকে তা স্বীকার করতেই হবে। শক্তিশালী জাতির উচিত শক্তিহীন রাষ্ট্রের বা জাতির মতামত মেনে নেওয়া কারণ যে জাতির সামরিক বা নৌশক্তি নেই সেই জাতির নিজের মতপ্রকাশ করার স্বাধীনতা অবশ্যই আছে। স্বরাজ বলতে তিনি বুঝেছিলেন শাসক চলবে শাসিতের মত অনুযায়ী। আর শাসক যদি সেই পথ অনুসরণ না করে তাহলে শাসিত শাসকের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করতে অস্বীকৃতি জানাবে। সুতরাং স্বরাজ অর্থাৎ নিজের রাজ বা রাজত্ব বা শাসন ৰা মতের প্রাধান্য। এখানে কে বড়ো এবং কে ছোট সে প্রশ্ন অবান্তর। বাক্তি ক্ষুদ্র হলেও তার মত প্রাধান্য পাবে। আবার অন্যত্র তিনি বলেছেন যে মত প্রকাশের সঙ্গে সংখ্যার কোনো সম্পর্ক নেই অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের মত সংখ্যালঘিষ্ঠের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে হবে এমন নিয়ম নেই এবং থাকলেও তা স্বরাজের বিরোধী। স্বরাজ মানে কেবল মতের প্রাধান্য নয়, জাতির ভাষা কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্ম, ইতিহাস ইত্যাদি সবকিছুরই প্রাধান্য।

এই উপসংহারে তিনি আরও লিখেছেন যে ইংরেজদের ভাষা অনেক উন্নত হতে পারে। কিন্তু তাদের সভ্যতা, কৃষ্টি, বিচারব্যবস্থা ও প্রশাসন তেমন উন্নতমানের নয়। ভারতের স্বরাজ মানে ভারতবাসীরা একদিকে যেমন স্বশাসন গড়ে তুলবে একই সঙ্গে নিজেদের প্রশাসন এবং বিচারব্যবস্থা তৈরি করবে। তারা ব্রিটিশ প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা অনুকরণ করবে না। এককথায় তাঁর নিকট স্বরাজ ছিল একটি ব্যঞ্জনাময় ধারণা। রাজনীতিক পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন নয়, সবকিছুর ভারতীয়করণ (Indianisation)। স্বরাজ মানে ভারতবাসীরা নিজেদের সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের চেষ্টা চালাবে। তিনি বলেছেন যে ইংরেজদের সভ্যতা প্রকৃত সভ্যতা নয়, সভ্যতার বিপর্যয় মাত্র। ভারতের সভ্যতা ব্রিটিশ সভ্যতার চেয়ে অনেক উন্নত। একটি জাতির সভ্যতা, কৃষ্টি উন্নত কি অনুন্নত তা সেই বিশেষ জাতির নিজস্ব ব্যাপার। সেই জাতি যদি সেই সভ্যতাকে অবলম্বন করে নিজেকে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে চায় তাহলে অন্য জাতির উচিত নয় বাধা সৃষ্টি করা। এখানে তিনি স্বরাজ ধারণাটিকে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলে গণ্য করেছেন। গান্ধীর স্বরাজকে স্বাধীনতা বা freedom or liberty একটিমাত্র বন্ধনীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে প্রকৃত অর্থ উদ্ধারে আমরা ব্যর্থ হব।

_*_